ইবি শিক্ষার্থী নির্যাতন

ফুলপরীর পা ধরে ক্ষমা চাইলেন ছাত্রলীগ নেত্রী

ইবি প্রতিনিধি
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১২:০০ এএম | আপডেট:
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
০৯:৩৮ এএম

1
Shares

advertisement

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী ফুলপরী খাতুনকে রাতভর নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত কার্যক্রম চলাকালে মুখোমুখি হয়েছেন ভুক্তভোগী ও অভিযুক্তরা। গতকাল বুধবার বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন ভবনের আইন বিভাগে চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. রেবা মণ্ডলের রুমে তাদের মুখোমুখি করানো হয়।

এ সময় অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেত্রী ভুক্তভোগী ফুলপরী খাতুনের পা ধরে ক্ষমা চেয়েছেন বলে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে দাবি করেছেন তিনি। ফুলপরী উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, তার হাত-পা ধরে ক্ষমা চেয়েছেন অভিযুক্ত নেত্রী। তবে অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন বলে স্বীকার করে। হাত-পা ধরার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাচ্ছি না, যা হওয়ার তদন্ত কমিটি করবে।

advertisement

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. দেবাশীষ শর্মা বলেন, পা ধরে ক্ষমা চেয়েছে এমন দাবি যদি ফুলপরী করে, এটা ভুল। আমরা তদন্তের স্বার্থে শুধু এতটুকু বলব- এমন কিছু হয়নি। বিষয়টি সমঝোতার দিকে যাচ্ছে কি না প্রশ্ন করলে তিনি জানান, ‘সমঝোতার কোনো প্রশ্নই আসে না, আমরা তদন্ত কমিটি সমঝোতার জন্য বসে নেই। আমাদের যা দায়িত্ব তা পালন করছি। তদন্তের তথ্য যাচাই-বাচাই করার জন্য দুজনকে এক করেছি।’

advertisement 4

এর আগে বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় ফুলপরী দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে আসেন বলে নিশ্চিত করেন হলের সহকারী রেজিস্ট্রার আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, তদন্ত কমিটির নির্দেশে বেলা আনুমানিক ১২টার পর ভুক্তভোগী ও তার পিতা হলে আসেন। তদন্তের স্বার্থে সহকারী প্রক্টর জয়শ্রী সেন তাকে নিয়ে আসেন। হাইকোর্টের নির্দেশনায় গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্তের কাজে এদিন সকালে ক্যাম্পাসে আসে।

প্রসঙ্গত, দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে গত ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি দুই দফায় ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের এক ছাত্রীকে রাতভর বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন করার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় শাখা ছাত্রলীগ সহসভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরা ও ফিন্যান্স বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের তাবাসসুমসহ আরও ৭-৮ জন জড়িত বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী।